বিদায় সংবর্ধনা

সভাপতি: এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

সংবর্ধনার মধ্যমনি: জনাব মোঃ মহিবুল হক
সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

তারিখ: ৩ জানুয়ারি ২০২১

স্থান: হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্মেলন কক্ষ

বিদায় সংবর্ধনা

জনাব মোঃ মহিবুল হক

সিনিয়র সচিব

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩ জানুয়ারি ২০২১

সম্মেলন কক্ষ, হশাআবি

সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন

জনাব মোঃ মহিবুল হক ১৯৮৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে সরকারি চাকরি শুরু করেন। মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের পদে বগুড়া, লালমনিরহাট, খুলনা, বরিশাল, যশোর ও চট্রগাম জেলায় চাকরি করেন। প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলায় দীর্ঘ ৩ বছরেরও বেশী সময় অত্যন্ত কর্মদক্ষতা ও উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছের কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হন। উপজেলায় দায়িত্ব পালনকালে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২০১০ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন

তিনি সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পদ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যশোর ও ঢাকা জেলায় ৩ বছরেরও বেশি সময় দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার প্রতি প্রচন্ড অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যশোরের জেলা প্রশাসক থাকাকালে তিনি যশোর কালেক্টরেট স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ কালেক্টরেট ভবনের সম্মুখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল স্থাপন করেন।

প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা হিসেবে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নানামুখী কাজ করার জন্য ২০১১ সালে মাদার তেরেসা রিসার্চ কাউন্সিল কর্তৃক তাঁকে ‘মাদার তেরেসা স্বর্ণপদক ২০১১'-এ ভূষিত করা হয়। জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সততা ও দক্ষতার সাথে পর্যায়ক্রমে দুটি জেলায় দায়িত্ব পালনকালে প্রশাসনকে গণমানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যতিক্রমী কার্যক্রম গ্রহণ করে সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন

জনাব মোঃ মহিবুল হক জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়নের পূর্ব পর্যন্ত সচিবালয় ও অধীনস্থ সংস্থায় ২০০০ সাল হতে প্রায় ৬ বছর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১২ সালে যুগ্ম-সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এপিডি পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৫ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েও এপিডি হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন শেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে যোগদান করে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ পদ সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ২০১৮ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অত্র মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইত্যাদি সংস্থাসমূহের সার্বিক কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, গতিশীল, জবাবদিহিতামূলক ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন

পরবর্তীতে তিনি ২০১৯ সালে সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। সিভিল সার্ভিসে যোগদানের পর জনাব মোঃ মহিবুল হক পেশাগত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সরকারী দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সভা, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এ মন্ত্রণালয়ে তাঁর কর্মদক্ষতা ও গতিশীল নেতৃত্ব এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিশেষ সফলতা অর্জন করায় তাঁর যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করেন।

বেবিচক-এ অবদান

জনাব মোঃ মহিবুল হক-এর দিকনির্দেশনা, নিরলস উদ্যোগ, গতিশীলতা ও আন্তরিক সহযোগিতায় প্রায় বাইশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে এ মেগাপ্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

এছাড়া, তাঁর সক্রিয় নির্দেশনায় হশাআবি'র বর্ধিত অভ্যন্তরীণ লাউঞ্জ উদ্বোধন করা হয়েছে। তাঁর কর্মকালে হশাআবি'র এক্সপোর্ট কার্গো এপ্রোন নির্মাণ, জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার নির্মাণ, ফায়ার এপ্রোন প্রকল্প, টার্মিনাল ভবন- ১ ও ২-এর সংস্কার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

বেবিচক-এ অবদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দুই হাজার কোটি টাকার অধিক ব্যয়ে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প নির্মাণের কাজ শুরুর ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে অপরিসীম অবদান।

এছাড়া, বিমানবন্দরের রানওয়ে ওভারলেকরণ কাজ, সিলেট-লন্ডন-সিলেট ফ্লাইট চালুকরণ, সৈয়দপুর বিমানবন্দরের আগমনী লাউঞ্জ উদ্বোধন, কক্সবাজার বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ ও রানওয়ে সম্প্রসারণ কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও বিমানবন্দর উন্নয়ন কাজের প্রথম পর্যায়, চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে ওভারলেকরণ, যশোর বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতিতে তাঁর বিশেষ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বেবিচক-এ অবদান

জনাব মোঃ মহিবুল হক-এর পরিকল্পনা ও পরামর্শে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে হশাআবি'র আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনের সম্মুখে স্থাপন করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুদৃশ্য ম্যুরাল, টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর রচিত বইপত্র-সম্বলিত 'মুজিব কর্নার' এবং বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তথ্যসেবা-সম্বলিত সিনিয়র সিটিজেন কর্নার।

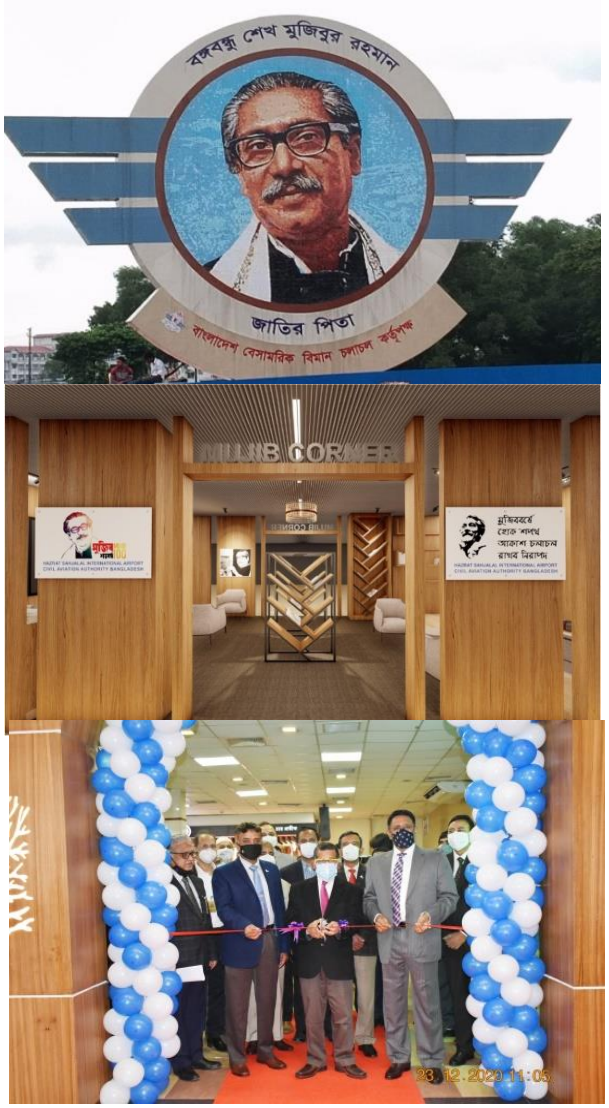

বেবিচক-এ অবদান

বেবিচক-এর দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনয়নের স্বার্থে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রণয়ন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ ও তা যথাসময়ে বাস্তবায়নে জনাব মোঃ মহিবুল হকের সদাসর্বদা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ অনস্বীকার্য।

তাঁর জোরালো ভূমিকা, সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও সক্রিয় উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে ৩৩ বছর পর বেবিচক-এ প্রায় ২,৫০০ নতুন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো আজ প্রায় চূড়ান্ত। বেবিচক-এর উন্নয়ন, সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এবং যুগোপযোগী একটি নিয়োগবিধি উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে তার নিরলস ও একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টাকে বেবিচক দীর্ঘদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

ব্যক্তিজীবন

জনাব মোঃ মহিবুল হক বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার লখপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুলনা ল্যাবরেটরি স্কুল ও বিএল কলেজ থেকে যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে বিএ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর সহধর্মিনী সৈয়দা আফরোজা বেগম একই ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।

আমরা জনাব মোঃ মহিবুল হকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্থতা এবং ভবিষ্যত জীবনের সফলতা কামনা করছি।